যুগবাণী চিত্রপ্রতিষ্ঠানের নিবেদন

ছোট বউ

29-4-55

ছোট বউ

গল্পাংশ

তারণ ভট্টাচার্য্য তার বাপ্-মা মরা ছোট ভাই গোপীনাথকে মানুষ করেছে অনেক কষ্টে। সওদাগরী অফিসে সামান্য চাকরী করে বটে তারণ, কিন্তু গোপীনাথের কোনও অভাব-অভিযোগ রাখে'নি সে। অবশ্য তারণের স্ত্রী বিন্দুবাসিনীর সহযোগিতা ও সমবেদনা ব্যতীত গোপীকে মানুষ করা এক রকম অসম্ভবই হ'ত, এ-কথা তারণ প্রায় প্রত্যহই, প্রতি পদে বিন্দুবাসিনীকে স্মরণ করিয়ে দিতো—আর তাই শুনে বিন্দুবাসিনী উদ্গত অশ্রু চেপে, কাজের অছিলায় দ্রুত স্থান ত্যাগ করতো।

গোপীনাথ ডাক্তারী পড়ে। জীবনে তার কত আশা আকাঙ্খা! সহপাঠিনী লিলিকে বিয়ে ক'রে দেশে গিয়ে সুখের নীড় বাঁধবে সে—দাদার অভাবের সংসারে স্বাচ্ছন্দের জোয়ার আনবে। লিলি কিন্তু তাতে রাজী হয় না। সে চায় গোপীনাথ সাগর-পার থেকে ঘুরে এসে কলকাতাতেই 'প্র্যাক্‌টিস্' ক'রবে। আদর্শগত বিরোধ নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ছাড়া-ছাড়ি হয়ে গেল। ছাড়া-ছাড়ি হ'ল বটে কিন্তু লিলি গোপীনাথের অন্তরে এক অমোচনীয় ছাপ রেখে গেল।

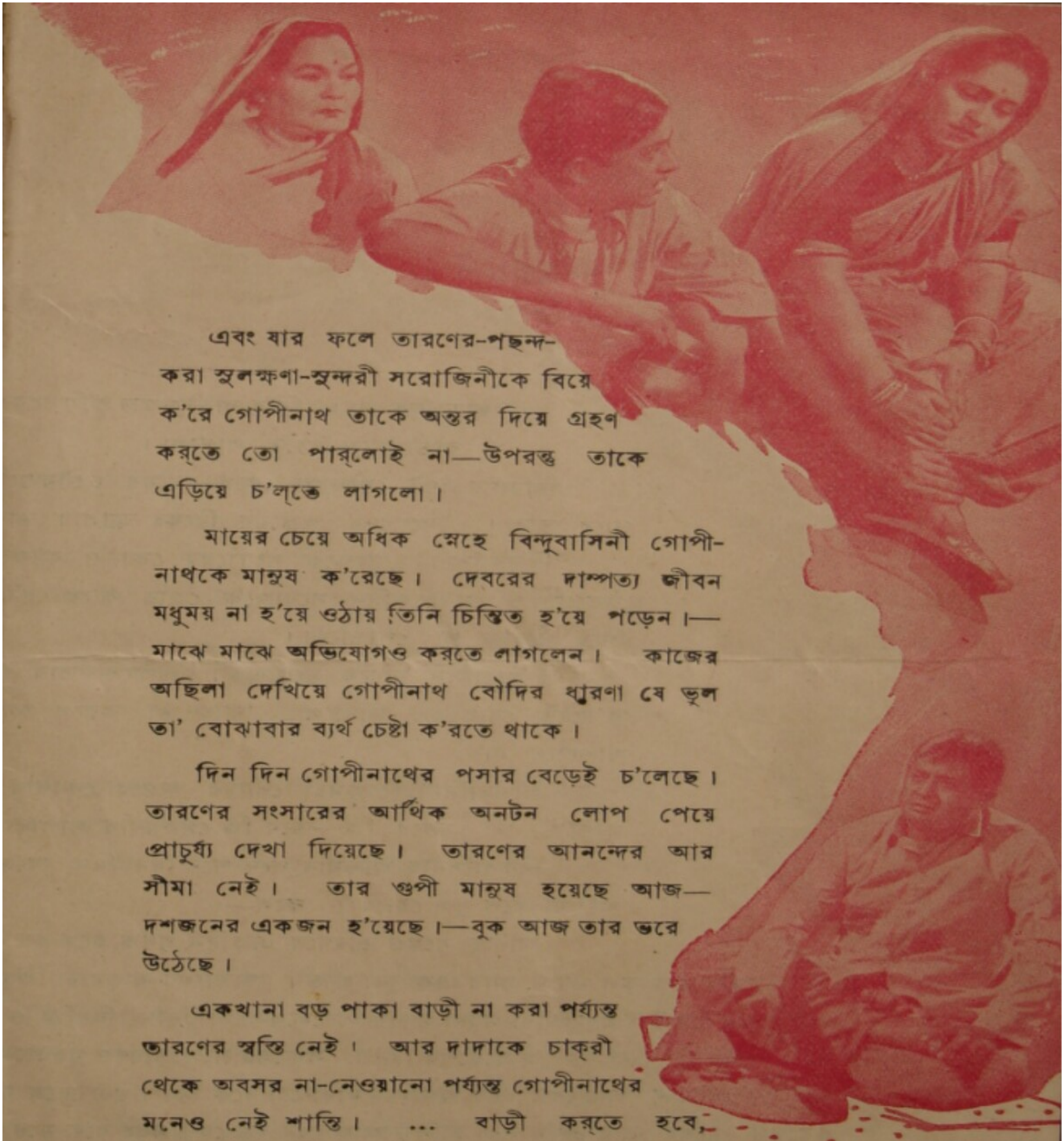

এবং যার ফলে তারণের-পছন্দ-করা সুলক্ষণা-সুন্দরী সরোজিনীকে বিয়ে ক'রে গোপীনাথ তাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ কর্‌তে তো পার্‌লোই না—উপরন্তু তাকে এড়িয়ে চ'ল্‌তে লাগলো।

মায়ের চেয়ে অধিক স্নেহে বিন্দুবাসিনী গোপীনাথকে মানুষ ক'রেছে। দেবরের দাম্পত্য জীবন মধুময় না হ'য়ে ওঠায় তিনি চিন্তিত হ'য়ে পড়েন।—মাঝে মাঝে অভিযোগও কর্‌তে লাগলেন। কাজের অছিলা দেখিয়ে গোপীনাথ বৌদির ধারণা যে ভুল তা' বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রতে থাকে।

দিন দিন গোপীনাথের পসার বেড়েই চ'লেছে। তারণের সংসারের আর্থিক অনটন লোপ পেয়ে প্রাচুর্য্য দেখা দিয়েছে। তারণের আনন্দের আর সীমা নেই। তার গুপী মানুষ হয়েছে আজ—দশজনের একজন হ'য়েছে।—বুক আজ তার ভরে উঠেছে।

একখানা বড় পাকা বাড়ী না করা পর্য্যন্ত তারণের স্বস্তি নেই। আর দাদাকে চাক্‌রী থেকে অবসর না-নেওয়ানো পর্য্যন্ত গোপীনাথের মনেও নেই শান্তি। ... বাড়ী কর্‌তে হবে, কত টাকার দরকার, এ সময় চাক্‌রী ছাড়লে চল্‌বে কেন? সুতরাং তারণের আর চাক্‌রী

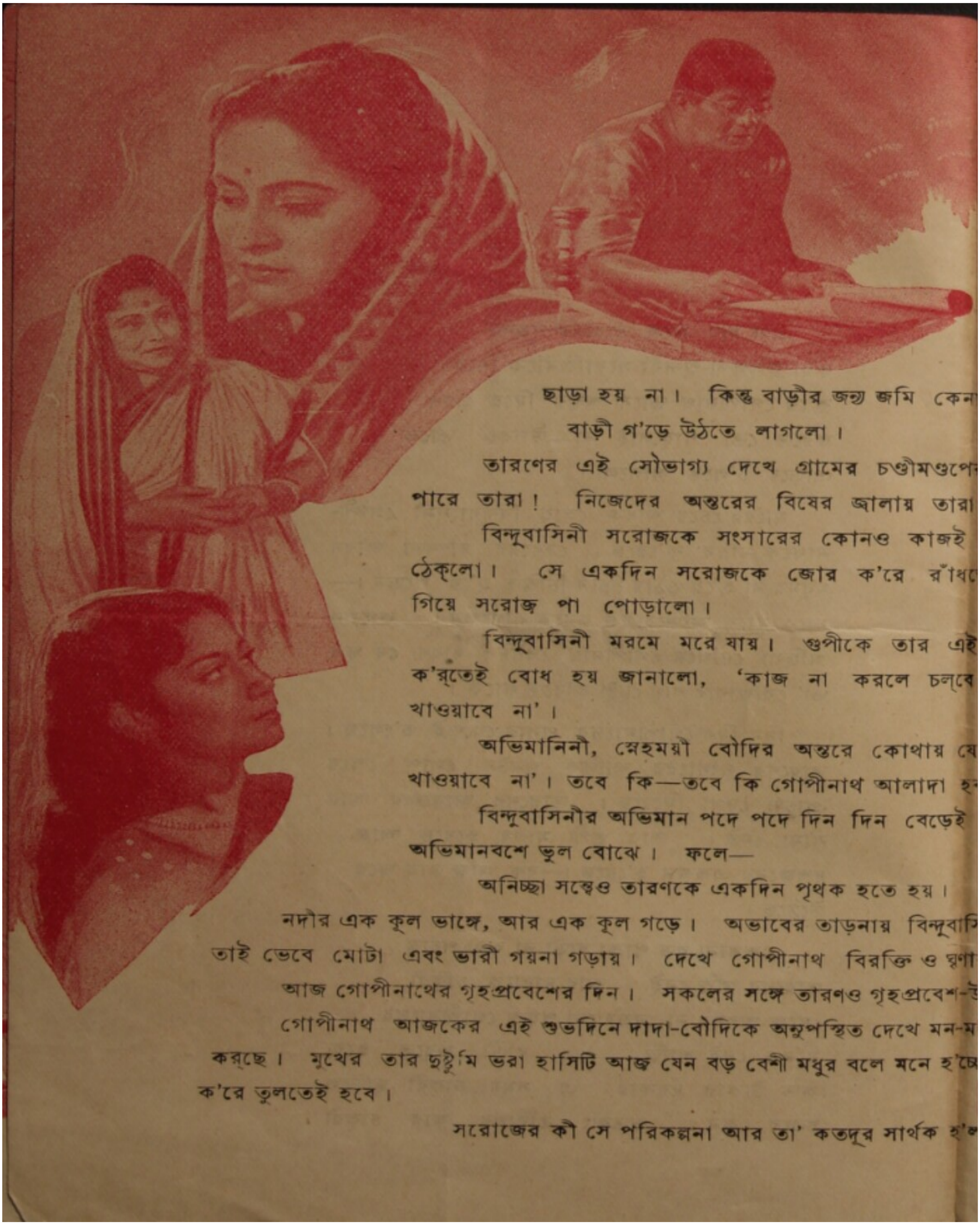

ছাড়া হয় না। কিন্তু বাড়ীর জন্য জমি কেন
বাড়ী গ'ড়ে উঠতে লাগলো।

তারণের এই সৌভাগ্য দেখে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে
পারে তারা! নিজেদের অন্তরের বিষের জ্বালায় তারা

বিন্দুবাসিনী সরোজকে সংসারের কোনও কাজই
ঠেক্‌লো। সে একদিন সরোজকে জোর ক'রে রাঁধ
গিয়ে সরোজ পা পোড়ালো।

বিন্দুবাসিনী মরমে মরে যায়। গুপীকে তার এই
ক'র্‌তেই বোধ হয় জানালো, 'কাজ না করলে চল্‌বে
খাওয়াবে না'।

অভিমানিনী, স্নেহময়ী বৌদির অন্তরে কোথায় যে
খাওয়াবে না'। তবে কি—তবে কি গোপীনাথ আলাদা হ

বিন্দুবাসিনীর অভিমান পদে পদে দিন দিন বেড়েই
অভিমানবশে ভুল বোঝে। ফলে—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারণকে একদিন পৃথক হতে হয়।

নদীর এক কূল ভাঙ্গে, আর এক কূল গড়ে। অভাবের তাড়নায় বিন্দুবাসি
তাই ভেবে মোটা এবং ভারী গয়না গড়ায়। দেখে গোপীনাথ বিরক্তি ও ঘৃণা

আজ গোপীনাথের গৃহপ্রবেশের দিন। সকলের সঙ্গে তারণও গৃহপ্রবেশ-উ

গোপীনাথ আজকের এই শুভদিনে দাদা-বৌদিকে অনুপস্থিত দেখে মন-ম
কর্‌ছে। মুখের তার দুষ্টুমি ভরা হাসিটি আজ যেন বড় বেশী মধুর বলে মনে হ'চ্ছে
ক'রে তুলতেই হবে।

সরোজের কী সে পরিকল্পনা আর তা' কতদূর সার্থক হ'ল

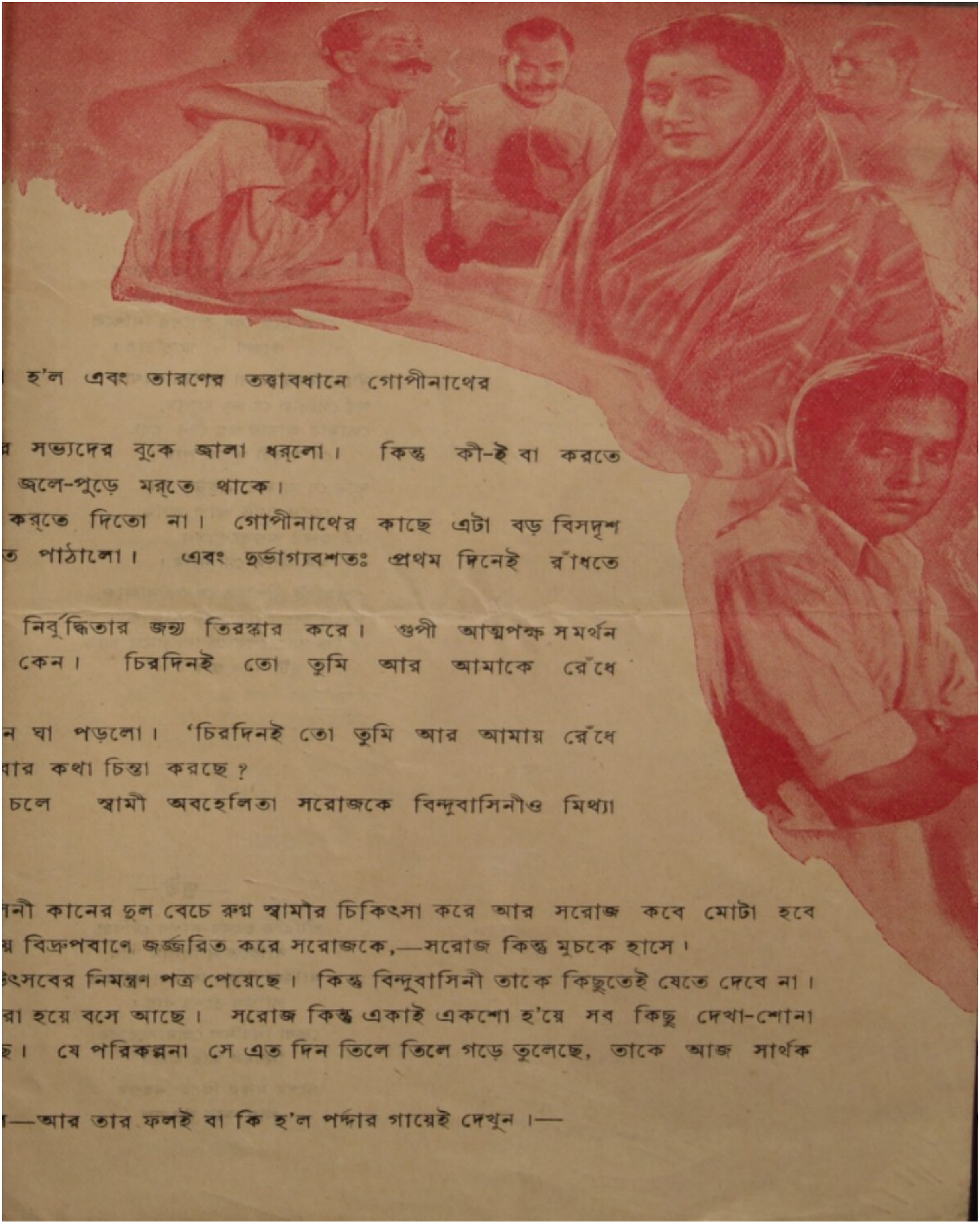

হ'ল এবং তারণের তত্ত্বাবধানে গোপীনাথের

র সভ্যদের বুকে জ্বালা ধর্‌লো। কিন্তু কী-ই বা করতে
জ্বলে-পুড়ে মর্‌তে থাকে।
করতে দিতো না। গোপীনাথের কাছে এটা বড় বিসদৃশ
ত পাঠালো। এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রথম দিনেই রাঁধতে

নির্বুদ্ধিতার জন্য তিরস্কার করে। গুপী আত্মপক্ষ সমর্থন
কেন। চিরদিনই তো তুমি আর আমাকে রেঁধে

ন ঘা পড়লো। 'চিরদিনই তো তুমি আর আমায় রেঁধে
বার কথা চিন্তা করছে?
চলে স্বামী অবহেলিতা সরোজকে বিন্দুবাসিনীও মিথ্যা

নী কানের দুল বেচে রুগ্ন স্বামীর চিকিৎসা করে আর সরোজ কবে মোটা হবে
য় বিদ্রুপবাণে জর্জ্জরিত করে সরোজকে,—সরোজ কিন্তু মুচকে হাসে।
ৎসবের নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছে। কিন্তু বিন্দুবাসিনী তাকে কিছুতেই যেতে দেবে না।
রা হয়ে বসে আছে। সরোজ কিন্তু একাই একশো হ'য়ে সব কিছু দেখা-শোনা
ছ। যে পরিকল্পনা সে এত দিন তিলে তিলে গড়ে তুলেছে, তাকে আজ সার্থক

—আর তার ফলই বা কি হ'ল পর্দ্দার গায়েই দেখুন।—

সঙ্গীতাংশ

—এক—

তোমার কুহুতে আমার কুজন
এক হয়ে মিশে যায়,
সেই সুরে যেন প্রাণের নিখিলে
ফাগুণ জাগিতে চায়।

নীড়ে ফিরে আসা পাখীর পাখায়
স্বর্ণ গোধূলি যে রঙ মাখায়,
তোমার আমার স্বপ্ন যেন গো
সে মাধুরী খুঁজে পায়।

তুমি যে আমার, এইটুকু শুধু
জেনে গেছি আজ আমি,
এই সুন্দর অনুভবে যেন
স্বর্গ আসে গো নামি।

তোমারই বাঁশীতে যে সুর বাজাও,
তারই রঙে মোর হৃদয় সাজাও
এ কি আবেশের ছোঁয়া লাগে আজ
এ দুটী নয়ন ছায়।

—দুই—

পীরিতি সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়,
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুখের বায়।

কেবা নিরমিল প্রেম সরোবর
নিরমল তার জল!

দুখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টল মল

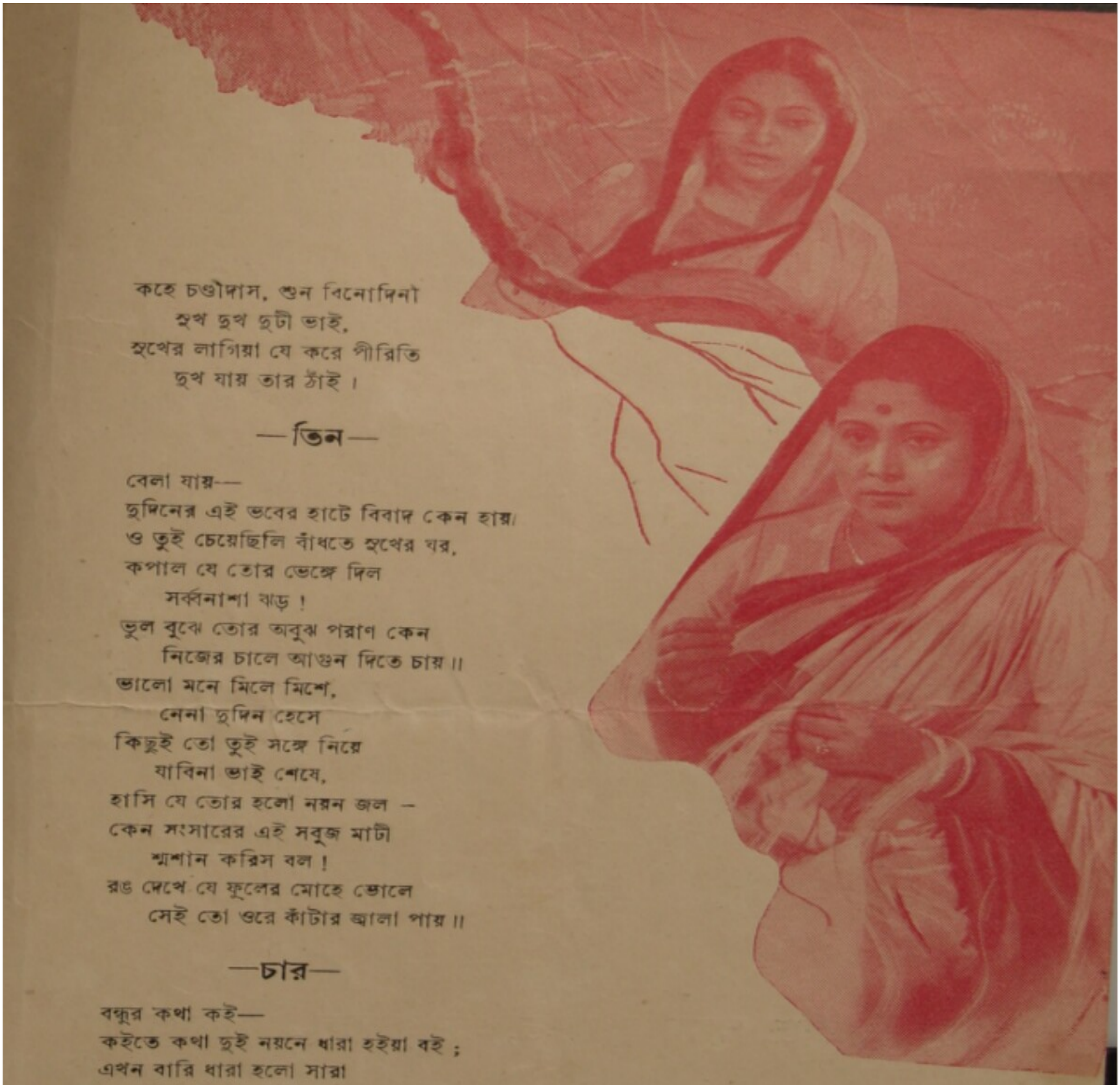

কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দুটী ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করে পীরিতি
দুখ যায় তার ঠাঁই।

—তিন—

বেলা যায়—
দুদিনের এই ভবের হাটে বিবাদ কেন হায়।
ও তুই চেয়েছিলি বাঁধতে সুখের ঘর,
কপাল যে তোর ভেঙ্গে দিল
সর্ব্বনাশা ঝড়!
ভুল বুঝে তোর অবুঝ পরাণ কেন
নিজের চালে আগুন দিতে চায়॥
ভালো মনে মিলে মিশে,
নেনা দুদিন হেসে
কিছুই তো তুই সঙ্গে নিয়ে
যাবিনা ভাই শেষে,
হাসি যে তোর হলো নয়ন জল —
কেন সংসারের এই সবুজ মাটী
শ্মশান করিস বল!
রঙ দেখে যে ফুলের মোহে ভোলে
সেই তো ওরে কাঁটার জ্বালা পায়॥

—চার—

বন্ধুর কথা কই—
কইতে কথা দুই নয়নে ধারা হইয়া বই;
এখন বারি ধারা হলো সারা
বন্ধু আমার কই!
তুমি আমার দিনমনি
ডাক দিলা যে হস্ত ছানি
আমি না দেখি এ,
কপালে দুরন্ত শনি
জড়াই ফনী ফেলে মণি
তোমারে কাঁদায়ে।
গোচরে অগোচরে গোচর হইলা
মরমিয়া সই।

—পাঁচ—

' ভায়ের মায়ের এত স্নেহ,
কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে
আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন
এই দেশেতে মরি॥''

যুগবাণী চিত্র প্রতিষ্ঠানের নিবেদন

ছোট বউ

কাহিনী : **নারায়ণ ভট্টাচার্য্য**

পরিচালনা : **সতীশ দাশগুপ্ত**

চিত্রনাট্য : বিজন ভট্টাচার্য্য ● সঙ্গীত : কালিপদ সেন

চিত্রশিল্পী : বিজয় দে
শব্দ যন্ত্রী : শিশির চাটার্জ্জি
সম্পাদক : অজিত দাস
রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপক : গান্ধি বসু, ভানু রায়
শিল্প নির্দ্দেশক : স্বপন সেন

গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

প্রচার পরিচালনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

● সহকারিবৃন্দ ●

পরিচালনায় : শিব ভট্টাচার্য, বিজয় বন্দ্যোঃ, শৈলেন নাহা
চিত্র শিল্পে : বিমল রায়, লাল সিং
শব্দযন্ত্রে : জগৎ দাস
সুর শিল্পে : বিভূতিভূষণ
সম্পাদনায় : নির্মলানন্দ মুখার্জ্জী
রূপসজ্জায় : নৃপেন, অনাথ
ব্যবস্থাপনায় : সুনীল, রাম

শ্রেষ্ঠাংশে : সন্ধ্যারাণী, মলিনা, নমিতা সিংহ, চিত্রা মণ্ডল, রাজলক্ষ্মী (বড়), সুদীপ্তা রায়, আশা দেবী, সন্ধ্যা দেবী

অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী গঙ্গাপদ বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জয়নারায়ন মুখোপাধ্যায়, খগেন পাঠক, ধীরাজ দাস, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, বেঞ্জামিন, ভানু, শান্তি, সুধা

● নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ●

হেমন্ত মুখার্জ্জি, সন্ধ্যা মুখার্জ্জি, গায়ত্রী বসু, শ্যামল মিত্র

নিউ থিয়েটার্স ও ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে R. C. A. শব্দযন্ত্রে গৃহীত
ফিল্ম সর্ভিস-এ পরিস্ফুটিত

একমাত্র পরিবেশক : শ্রীদুর্গা পিক্‌চার্স

শ্রীদুর্গা পিকচার্সের পক্ষ হইতে শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
জুবিলী প্রেস্ কলিকাতা—১৩ হইতে মুদ্রিত